BENGALI

(Maximum Marks : 80)

(Time allowed : Three hours)

*(Candidates are allowed **additional 15 minutes** for only reading the paper. They must NOT start writing during this time.)*

---

*Answer questions **1, 2** and **3** in Section **A** and four other questions from Section **B** on **at least three** of the prescribed textbooks.*

The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets [ ].

SECTION–A

LANGUAGE – 40 Marks

Question 1

Write a composition in approximately **400** words in Bengali on any **one** of the topics given below : **[15]**

নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয়ের উপর প্রায় ৪০০ শব্দে **একটি** রচনা লেখ :

(i) কোন এক বিশেষ শিক্ষকের কথা লেখ, যার দ্বারা তুমি অনুপ্রাণিত হয়ে ভালো মানুষ হয়ে ওঠার তাগিদ অনুভব করেছ।

(ii) 'আজকের প্রজন্ম ফ্যাশানের শিকার'— আলোচনা কর।

(iii) 'গতি' (Speed)

(iv) 'অত্যধিক প্রত্যাশা (Expectation) আমাদের অসুখী করে তোলে'— এর পক্ষে বা বিপক্ষে তোমার মতামত দাও।

(v) বর্তমান ভারতবর্ষে তীব্র জলসংকট দেখা দিয়েছে। এর কারণ, এর প্রভাব ও সমাধান কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর — তোমার মতামত আলোচনা কর।

(vi) নিম্নলিখিত যে কোন একটি বিষয়ের উপর মৌলিক গল্প লেখ :

(a) 'সুখ' (Happiness)

(b) বিসর্জন (Immersion)

Question 2

Read the passage given below carefully and answer in Bengali questions (i), (ii), (iii), (iv) and (v) that follow, using your own words :

নিম্নলিখিত রচনাটি ভাল করে পড়ে বাংলা ভাষায় (i), (ii), (iii), (iv) এবং (v) প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। উত্তরগুলি নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয় :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় পানীয় ছিল চা। তিনি জাপানি চা খুব ভালবাসতেন। পছন্দ করতেন জাপানিদের চা পানের রীতিটিকেও। তিনি যখন জাপান গেছিলেন তখন প্রতিদিনই তাঁর জন্য তাই 'টি সেরিমণির' আয়োজন করা হ'ত। তাঁর লেখা 'জাপান যাত্রীর ডায়েরি' পড়লে বোঝা যায় কেন তিনি জাপানি চা পানের রীতিকে এত পছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন ধৈর্য, নিষ্ঠা ও মনঃসংযোগ না থাকলে জাপানি চা তৈরি করা যায় না। তিনি লিখেছিলেন, 'দেখেছি, শরীর মনকে একান্ত সংযত করে নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা — ভোগীর উন্মাদনা নয়, কোথাও লেশমাত্র অমিতাচার নেই ; সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করাই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য।'

জাপানি রীতিতে চায়ের আসর একটি সাদা পর্দায় ঘেরা থাকে। মাঝে একটা টেবিলে থাকে চা তৈরির সরঞ্জাম ওকামা (জলগরম করার পাত্র), হিসাকু (বাঁশের হাতল দেওয়া লম্বা হাতা), চাওয়ান (চা পানের পাত্র) আর নাৎসুমে (তৈরি চা ঢালার পাত্র)। চাওয়ানের গায়ে থাকে সুদৃশ্য ডিজাইন।

চা তৈরির আগে অতিথিরা এসে বসেন। একেবারে ডানদিকের আসনে যিনি বসেন, তিনিই জাপানি রীতিতে প্রধান অতিথি। অতিথিরা সবাই আসন গ্রহণ করলে সাদা পর্দা সরিয়ে আসেন চা মাস্টার।

জাপানে বিভিন্ন ঘরাণায় চা তৈরি হয়। চা-মাস্টারও বিভিন্ন ঘরাণার হন। চা তৈরির আগে মাস্টার প্রত্যেক অতিথির কাছে নিয়ে যান মিষ্টির প্লেট। মিষ্টি বিলির পর শুরু হয় চা তৈরির দীর্ঘ প্রক্রিয়া। প্রথমে দীর্ঘক্ষণ ধরে সাদা রুমাল দিয়ে চায়ের সরঞ্জাম মোছা হয়। তারপর ওকামায় জল গরমের পালা। হিসাকু দিয়ে সেই গরম জল তুলে অন্য সরঞ্জাম ও পাত্রগুলি ধুয়ে নেন মাস্টার। পাশের পাত্রে সেই ধোয়া জল ফেলে আবার মুছে নেন চাওয়ান। তারপর তাতে গরম জল ঢেলে সুন্দর বাঁশের দণ্ড দিয়ে মেশানো হয় জাপানি চা। সেই চা প্রথম দেওয়া হয় প্রধান অতিথির হাতে। রীতি হ'ল অতিথি যতক্ষণ চা পান করবেন ততক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন চা-মাস্টার। পান শেষ হওয়ার পর চাওয়ান ফিরিয়ে নিয়ে অন্য অতিথিকে চা দেন চা মাস্টার। আমাদের মতো সবাই একসঙ্গে চা পানের রীতি নেই জাপানি চা-পানের প্রথায়। জাপানিদের কাছে চা তৈরি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। জাপানিরা চা বানানোকে ধর্মানুষ্ঠানের মতো সাধনা মনে করেন।

জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বাড়িতে একবার জাপানি টি-সেরিমণি'র আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন জাপান থেকে কবির কাছে আসতেন অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ। তাঁদের জাপানি প্রথায় চা পানে নিমন্ত্রণ করেন কবি। সেই উপলক্ষে বিশেষ আকৃতির চায়ের সরঞ্জাম তৈরি করা হয়। কাঠের আগুনের বদলে দোতলায় কয়লার উনুনের বিশেষ ব্যবস্থা হয়। এখনও সেখানে কৃত্রিম কয়লার আগুন, কেটলি ও কাঠের তৈরি চামচ আর কয়েকটি মগ রাখা আছে। যে বিছানায় বসে অতিথিরা সময় কাটিয়েছিলেন সেই বিছানায় এখনো শোভা পায় কবির সঙ্গে তোলা সেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি।

প্রশ্ন :

(i) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানি চা-পানের রীতি সম্পর্কে কী বলেছেন ? [3]

(ii) জাপানি চা তৈরিতে কী কী সরঞ্জাম লাগে ? [3]

(iii) জাপানে কী একই ধরণে চা বানানো হয় ? এই চা তৈরিতে কার প্রধান ভূমিকা থাকে ? তিনি চা তৈরির আগে কী করেন ? [3]

(iv) জাপানি চা তৈরির প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। [3]

(v) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় একবার 'জাপানি টি-সেরিমণির' আয়োজন করেছিলেন ? অতিথি কারা ছিলেন? সেই উপলক্ষে তিনি কী ব্যবস্থা করেছিলেন ? [3]

Question 3

(a) Correct the misspelt words : [5]

অশুদ্ধ বানানগুলি শুদ্ধ কর :

(i) দাদশ, (ii) ধ্বনী, (iii) শুস্রুষা, (iv) উদ্বান, (v) মুমুর্সু

(b) Fill in the blanks in the following sentences, selecting appropriate idioms from those given below : [5]

প্রদত্ত বাগধারাগুলির মধ্যে উপযুক্ত বাগধারা বেছে নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(রাহুর দশা, ঠোঁটকাটা, শনির দৃষ্টি, হাতের পাঁচ, মুখের কথা, মাটির মানুষ, কইমাছের প্রাণ)

(i) মলি যেমন _____ , ওকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠানে যেতে ভয় করে।

(ii) শ্যামল আমার দুঃসময়ে পাশেই দাঁড়ালো না, বুঝলাম ওর প্রতিশ্রুতিটা ছিল _____ ।

(iii) রামবাবুর মত _____ কে এতবড়ো আঘাত দেওয়া উচিৎ হয়নি।

(iv) রাহুলের এখন _____ চলছে, পরীক্ষা খারাপ হ'ল, সাধের মোবাইল ফোনটাও হারালো।

(v) পৈতৃক বাড়িটাই হ'ল_____, এটাকে বিক্রি করার কথা ভেবো না, পথে বসবে।

SECTION–B

PRESCRIBED TEXTBOOKS - 40 Marks

*Answer **four** questions from this section on **at least three** of the prescribed textbooks.*

প্রবন্ধ ও গদ্যসংকলন

PROBONDHO O GODYA SONKOLON

Question 4

"তাই রাবণরাজার মতো নিজের মৃত্যুবাণ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে তুলে রাখলাম।"

(i) কার প্রতি কার উক্তি? **[1]**

(ii) 'রাবণরাজার মৃত্যুবাণ' সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনিটি সংক্ষেপে লেখ। **[2]**

(iii) 'নিজের মৃত্যুবাণ' আসলে কী ? তাকে বক্তা 'মৃত্যুবাণ' বলেছেন কেন ? **[2]**

(iv) মৃত্যুবাণটি লুকিয়ে রাখার কারণ কী ছিল ? এর থেকে বক্তার চরিত্রের কী আভাস পাওয়া যায় ? **[5]**

Question 5

"আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বীর্যশুল্কায় যে আমাকে কিনে নিতে পারবে, তাকেই আমি বিয়ে করব — তা সে শুদ্রই হোক, আর চণ্ডালই হোক।"

— কার লেখা, কোন্ গল্পের অংশ ? বক্তা কোন্ প্রসঙ্গে কাকে এই কথা বলেছেন ? বীর্যশুল্কা অর্থ কী? উক্তিটির তাৎপর্য কী ?

[10]

Question 6

"আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম।"

— আমরা কারা ? বক্তা কোন্ প্রশ্নের সমাধান চাইছিলেন ? সমাধান হ'ল না কেন ? শেষ পর্যন্ত তাদের কী মনে হ'ল ?

[10]

কবিতা সংকলন
KOBITA SONKOLON

Question 7

"শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ— ' পরে
ওরা কাজ করে।"—

(i) 'ওরা' বলতে কবি কাদের বুঝিয়েছেন ? [1]

(ii) কোন্ কোন্ সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষে পরিণত হওয়ার কথা কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে ? [2]

(iii) কীভাবে সেগুলি সমাপ্তির পথে এগিয়ে গেছে ? [2]

(iv) মাটির পৃথিবীতে 'ওরা' যেরূপ অবিচলিতভাবে কাজে নিযুক্ত থেকে সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে, তা বিবৃত কর। [5]

Question 8

'পৃথিবীর কালো সাদা হলুদ মানুষের গান, তাদের স্বপ্ন
এক মুহূর্ত সেই চিৎকার শুনে থমকে তাকায়।'

কার লেখা কোন্ কাব্যগ্রন্থের কবিতা ? 'পৃথিবীর কালো, সাদা, হলুদ মানুষের গান, তাদের স্বপ্ন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? কখন মানুষের এই প্রেম ও স্বপ্ন স্তব্ধ হয় ? কারা কখন কাদের চিৎকার শুনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ? [10]

Question 9

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,"

— কার লেখা কোন্ কাব্যগ্রন্থের কবিতা ? এই কবির লেখা অন্য একটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ কর। 'আমি' কে ? 'জীবনের সমুদ্র সফেন বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? কে কাকে শান্তি দিয়েছিলেন ? বক্তা কীভাবে তাঁকে পেয়েছিলেন ? বক্তা কী ভাবে তার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন ? 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' বলতেও বা কী বোঝানো হয়েছে ? [10]

কোনি
KONI

Question 10

"হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল '৭০' সংখ্যাটা।"

(i) তার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ? [1]

(ii) কখন তার চোখে '৭০' সংখ্যাটা ভেসে ওঠে ? [2]

(iii) তার কাছে '৭০' সংখ্যাটার তাৎপর্য কী ? [2]

(iv) এই সংখ্যাটা 'তার' সামনে তুলে ধরার কারণ কী ? [5]

Question 11

"চিড়িয়াখানায় কোনিকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে কী ঘটেছিল ? এই ঘটনা থেকে ক্ষিতীশ কী উপলব্ধি করেছিলেন ?"

[10]

Question 12

"কোনির সাফল্যে লীলাবতীর ভূমিকা আলোচনা কর।"

[10]

মুকুট

MUKUT

Question 13

"এবার তোমার সময় এসেছে, সেই অপমানের শোধ দেবার।"

(i) বক্তা কে ? কার প্রতি উক্তি করেছেন ? **[1]**

(ii) কোন্ অপমানের কথা এখানে বলা হয়েছে ? **[2]**

(iii) কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা এই উক্তি করেছেন ? **[2]**

(iv) বক্তার কথার উত্তরে শ্রোতা কী বলে ? এ কথায় তার কী মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে ? **[5]**

Question 14

"তোমার মুখে এ উপদেশ সাজে না।"

— বক্তা কে ? কাকে বলেছেন ? কোন্ প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে ? উপদেশটা কী ? তার মুখে উপদেশ সাজে না কেন ? বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

[10]

Question 15

'মুকুট' নাটকে মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের চরিত্র আলোচনা কর।

[10]